Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 29th Feb. 1956 | ৪০শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

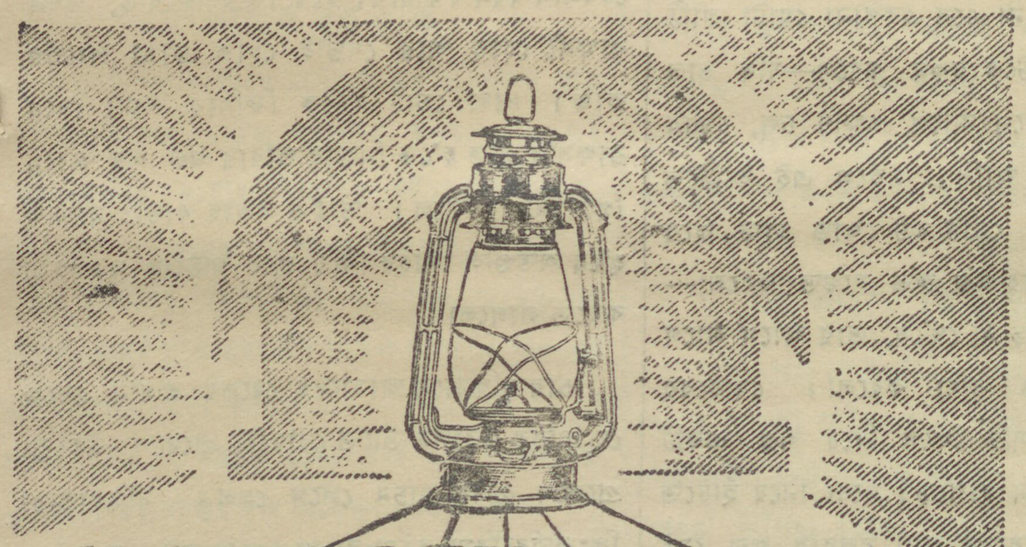

— C. P. SERVICE

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

চার বুদ্ধিমানের বুদ্ধি

—০—

আমাদের এই বাংলা মুলুকেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। গ্রামে রামাই কামার নামে এক কামার ছিল। রামাই-এর স্ত্রীপুত্র ছিল না। লোহার মত কঠিন জিনিস পিটিয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উপার্জ্জন করিত। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অতি সংক্ষেপে চালাইয়া উপার্জ্জনের বাকি টাকার মোহর কিনিয়া জালের মত লম্বা থলিতে পুরিয়া অন্যের অগোচরে কোমরে বাঁধিয়া পরণের কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিত। রামাই বৃদ্ধ হইল। সামর্থ্য হারাইল। রোগশয্যায় পড়িয়াও সঞ্চিত মোহরগুলি খরচ করিত না। একদিন সর্ব্বশরীরে মলমূত্রলিপ্ত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। গ্রামের লোকেরা অতি কষ্টে নাকে গামছা বেঁধে তার মৃত দেহটিকে নিকটস্থ নদীতে আস্ত নিক্ষেপ করিল। পুরুষের শবদেহ জলে উপুর হইয়া ভাসে। রামাই-এর শব ফুলিয়া উপুর হইয়া ভাসিতে ভাসিতে গ্রামের স্নানের ঘাটের অনতিদূরে এক ঝোঁপে আটকাইয়া গেল। জলে ফুলিয়া কোমরে বাঁধা সেই মোহরের গেঁজে পরণের কাপড়ের পাশ দিয়া বেল্টের মত দেখা যাইতেছিল।

গ্রামের মোড়লদের ছোট বউ একদিন রামাইকে মোহরগুলি গণিয়া আবার কোমরে বাঁধিতে দেখিয়াছিল। বউটি ঘোমটা দেওয়া পল্লীবধূ হইলেও বেশ বুদ্ধিমতী ও লজ্জাশীলা। তার স্বামী বিদেশে সামান্য মাইনের চাকরী করিত। বউটি একঅন্নভুক্ত ভাশুরের তত্ত্বাবধানেই থাকিত। রামাই-এর শব আস্ত জলে ফেলার পর সে প্রায় নদীর ধারে নজর রাখতো। স্নানের ঘাটের নিকটে মড়া আটকাইয়া যাওয়ায় কয়েক দিন গ্রামের লোক সে ঘাটে নামিত না। মোড়লের ছোট বউ সন্ধ্যাকালে একটি ছুরী নিয়ে চুপি চুপি মড়ার কোমর হ'তে মোহরের গেঁজে কেটে কাপড়ে ঢেকে বাড়ী নিয়ে এলো। গ্রামের অন্য একটি মেয়ে তাকে মড়ার কাছে বসে থাকতে দেখে গ্রামে এসে রটিয়ে দিল—মোড়লদের ছোট বউ রাক্ষস হয়েছে। সে মড়া খাচ্ছিল তা সে নিজ চোকে দেখেছে। ভাশুর শুনে নিজের ছেলে মেয়ে সবকে সাবধান ক'রে দিল—কাকীমার কাছে যেন কেউ না যায়, সে রাক্ষসী হয়েছে, কামড়িয়ে দিবে। তার বড় জা উঠোনে ভাত দিয়ে ডেকে দেয়, ছোট বউ সেই ভাত খায় আর নিজের ঘরখানিতে থাকে। কারো কাছে যায় না।

ভাশুর ছোট ভাইকে তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে ছোট বউকে বাপের বাড়ী রেখে আসার কথা লিখে দিল। ছোট বউ যে রাক্ষসী হয়েছে তাও আনুপূর্ব্বিক সব চিঠিতে লিখে জানালো। স্বামী বাড়ী আসা মাত্র ছোট বউ চুপি চুপি ইসারা করে নিজের ঘরে ডাকলো। দাদার চিঠিতে সব জেনে সে আর ছোট বউ এর কাছে না এসে একখানা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে ছোট বউকে হুকুম করলে—যদি ভাল চাস্ তবে আমার আগে আগে এক্ষুণি চল্, তোর বাপের বাড়ী রেখে আসি। নইলে এই লাঠিতে তোর শেষ করবো। ছোট বউ জোড় হাত করে স্বামীকে ঘরে আসবার জন্য কত সঙ্কেত করলো—স্বামী ভয়ে তার কাছে না ঘেঁসে, তার আগে আগে বাপের বাড়ী যেতে বাধ্য করলো। মোহরের থলিটি মড়ার বলে সেটি ফেলে দিয়ে অন্য একটি থলেতে পুরে গোপনে কাপড়ের মধ্যে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বামীকে মোহরের কথা বলবার জন্য যেই থামে, স্বামী লাঠি হাতে নিয়ে দশ হাত পিছিয়ে আসে। তাকে কোন কথা বলার সুযোগই সে পেলো না। পথে এক স্থানে বৃষ্টির জল জমে কাদা হয়েছে। পথিকেরা সে কাদায় না নেমে পাশের ধানের জমি দিয়ে চলতে সুরু করেছে। জমির মালিক কাঁটা দিয়ে সে পথ বন্ধ করায় লোকজন আর এক জায়গা দিয়ে চলে পথ করে। মানুষের করকোষ্ঠীর মত জমিতে নানা পথ হ'য়ে অনেক ধান নষ্ট হচ্ছে দেখে ছোট বউ এর স্বামী নিজে নিজেই বলতে লাগলো—"জমির মালিকটা কি বোকা! যদি কাঁটা না দিত তবে একটা পথই হতো। এত ধান গাছ নষ্ট হতো না।" ছোট বউ তখন স্বামীর উপর খুব বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল—তোদের "চার বুদ্ধিমানের পরিচয় পেলাম। না জানি আরও কত বুদ্ধিমান আছে। বউটি ছড়া কেটে বললো—

এক বুদ্ধিমান রামাই কামার
আর বুদ্ধিমান ভাশুর আমার।
আর বুদ্ধিমান তুই
আর বুদ্ধিমান যে বেটার এই ভুঁই।

এই ব'লে থলি হ'তে গোটা কত মোহর বাহির করে স্বামীকে দেখিয়ে, থলেটা ঝন্ ঝন্ করে বাজাতেই স্বামী কাছে এসে দেখে বুঝলো রামাই কামারের মোহরগুলি আমাদের ভাগ্যেই বিধাতা লিখেছেন।

আর বউকে বাপের বাড়ী রাখতে যাওয়া হলো না। বাড়ী ফিরে দাদাকে বললে—দাদা, ভেবে দেখলাম যখন ধর্ম্ম সাক্ষী করে বিয়ে করেছি, তখন রাক্ষসী হোক আর পেত্নীই হোক ছাড়া পাপের কাজ। দাদা ছোট বউকে ফিরিয়ে আনা দেখে রাক্ষসীর হাত হ'তে নিস্তার পাবার জন্য অন্য গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলে। ভাইও একাই বাড়ীর মালিক হ'য়ে অতগুলি মোহর নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করতে লাগলো।

চার বুদ্ধিমানে আমাদের দেশের প্রধান সেজে যে বিচার করলেন তাতে বোম্বাই প্রদেশে, উড়িষ্যা প্রদেশে প্রলয় নাচন লেগে গেল। বুদ্ধিমানেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাংলা বিহার দুই স্থান হ'তে দুই ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন নিয়ে নূতন রিসার্চ্চ আরম্ভ করায় আরও নূতন তামাসার উদ্ভব হ'য়ে দেশ সরগরম হ'তে চলেছে। বাংলায় হরতাল দু'বার হ'লো। কংগ্রেসের কর্ত্তারা ইংরাজকে হরতালের তাল দেখিয়েছিল, এবার নিজেরাই হরতাল দেখছে। দুই ডাক্তার নূতন মিক্সচার করবেই। **য়্যাসিড্** আর **য়্যালক্যালী** কেউ মিশাতে পারেনি এরা মিশাবেই। এই রিসার্চ্চের জন্য বাংলার বহু স্থানের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচন— নির্ব্বাপণ হ'তে চলেছে নির্ব্বাসন না হলে ভাগ্যি ভাল মনে করতে হবে।

কোয়াক্! কোয়াক্!! কোয়াক্!!!

এক সাহেব ডাক্তার খুব নাম করা চিকিৎসক। চিকিৎসা বিদ্যা ছাড়া অন্য কিছু শিখেন নাই। তিনি হঠাৎ স্বপন দেখলেন খুব বড় শিকারী হয়েছেন। অনেক টাকা দিয়ে একটি বন্দুক কিন্‌লেন—এক জঙ্গলে কতগুলি ডাহুক পাখী দেখে তাদের লক্ষ্য ক'রে গুলি চালালেন। একটিও বিঁধলো না। পাখিগুলি উড়ে যাবার সময় তাদের নিজের ভাষায় কোয়াক্! কোয়াক্!! কোয়াক্!!! বলে চীৎকার করতে করতে চলে গেল। ডাক্তার সাহেব বুঝলেন পাখীরাও আমাকে কোয়াক বল্লে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

সব আয়োজন ঠিক হ'য়ে নূতন রিসার্চ্চের জন্য এক বৎসর নির্ব্বাচন বন্ধ। বৎসরান্তেই সপিণ্ডী-করণের ব্যবস্থা আছে।

চাউলের দর বৃদ্ধি

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে চাউলের দর প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চাউল আমদানী হওয়া মাত্র দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। মুসলমান খরিদ্দারগণের সংখ্যাই বেশী। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী চাউলের আড়তগুলি হইতে প্রায়ই ট্রাক বোঝাই চাউল ধুলিয়ান অঞ্চলের মুসলমানগণ লইয়া যাইতেছে। সন্দেহ হয় যে ঐ সমস্ত চাউল পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে। আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

সাগরদীঘি (জঙ্গিপুর)

আগামী ৫ই মার্চ্চ হইতে ৯ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পাঁচ দিন সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইবে। মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস মহোদয় ৫ই মার্চ্চ বৈকালে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। আমরা উক্ত প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি।

পারিতোষিক বিতরণ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণী সভা সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহকুমা শাসক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মিসেস চৌধুরী ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। ছাত্রীগণের সঙ্গীত ও আবৃত্তি খুব সুন্দর হইয়াছিল।

সেবাশিবির নৈশ বিদ্যালয় ভস্মীভূত

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির নৈশ বিদ্যালয় গৃহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হইয়াছে। জনৈক বালক গৃহকোণে অবস্থিত বোলতার চাক পোড়াইতে গিয়া চালে আগুন ধরাইয়া দেয়। ছেলেদের মিলিটারি পোষাক, ব্যাণ্ড বাদ্যাদি, দুইখানি তাঁত, স্কুলের কাগজপত্র মায় চৌকাঠ কপাট এবং অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়িয়া গিয়াছে। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ কয়েক ব্যক্তির চেষ্টায় কিছু জিনিস বাহির করা হয়। এক হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জঙ্গিপুরে বিজলী বাতি

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে জঙ্গিপুর সহরে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে। পৌর-সভাপতি শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ তারিখ সন্ধ্যায় 'সুইচ' টিপিয়া দিলে সহরের বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠে। রঘুনাথগঞ্জে আলো জ্বলিতে বিলম্ব হইবে।

মণিগ্রামে আগুন

গত ১৪ই ফাল্গুন সোমবার দ্বিপ্রহরে মণিগ্রামের শ্রীমান্ রমাপদ চক্রবর্ত্তীর ছয়টী খড়ের গাদা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ আগুনে কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলীর গোয়ালঘর ও বৈঠকখানা এবং শ্রীকিরীটিভূষণ মিত্রের কিছু খড় পুড়িয়া গিয়াছে। গরুর খাদ্য খড় পুড়িয়া যাওয়ায় গৃহস্থগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

মিলন-গীতি

—০—

বিহারের ছাতু বাংলার অন্ন
বিহারের খনিজ বাংলার পণ্য
পুণ্য হো'ক পুণ্য হো'ক
হে শ্রীকৃষ্ণ-বিধান।

বিহারের মিঠাই বাংলার নাড়ু
বিহারের লোটা বাংলার গাড়ু
ধন্য হো'ক ধন্য হো'ক
হে শ্রীকৃষ্ণ-বিধান।

বাংলার চটি বিহারের নাগরা
বাংলার সাড়ী বিহারের ঘাগ্‌রা
এক হো'ক এক হো'ক
হে শ্রীকৃষ্ণ-বিধান।

বিহারের টিকি, বাংলার টেরি
বিহারের খৈনি, বাংলার বিড়ি
জয় হো'ক জয় হো'ক
হে শ্রীকৃষ্ণ-বিধান।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই মার্চ্চ ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৭৯ মনি ডিঃ সমসের সেখ দিং দেং সোহরাব সেখ দাবি ২৭।৵৬ থানা সুতী মৌজে খাঁপুর ৪২ শতকের কাত ৷৵১০ আঃ ৪২৲ খং ২৫৩ স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে মার্চ্চ ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

২৮৯ খাং ডিঃ সেবাইত বীরেন্দ্রনাথ মহাতা দিং দেং নলিনীকুমার চৌধুরী দিং দাবি ৪৯৸৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৬-৯৩ শতকের কাত ১ আঃ ১০০৷ খং ১০২৮, অধীনস্থ খং ১০২৯—১০৩১

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত